

# মৌলবাদী জাঙ্গা রুখতে প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা মৌলবাদী জাঙ্গা রুখে প্রতিহত করা এবং বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পতনের লক্ষ্যে প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার মানুষকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, খুনী, মিথ্যুক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারকে সচিবালয়ের মধ্যেই অবরুদ্ধ করে পতন ঘটাতে হবে। তাঁরা অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে হত্যা চেষ্টায় প্ররোচনার দায়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন। নেতৃবৃন্দ আগামী ৬ মার্চ হরতাল দেয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

ধানমণ্ডিষ্ ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গণসম্মিলন। কবি শামসুর রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বিচারপতি কেএম সোবহান, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সৈয়দ শামসুল হক, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ড. কাজী ফারুক আহমদ, অধ্যাপক মীর মোবাহ্বের আলী, শিল্পী রফিকুন নবী, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হলেও অসুস্থতার কারণে তিনি চলে গেলে সভাপতি বদল হয়।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, আজ সমগ্র দেশে খুনী ও মিথ্যাবাদী সরকার বর্বর, নৃশংস, প্রতিহিংসাপরায়ণ জুলুম, নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা এদেশকে মিনি পাকিস্তান বানাতে চাচ্ছে। এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো না গেলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আজ সরকারকে কবরে শায়িত করে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।

কবি শামসুর রাহমান বলেন, আজ বসে থাকলে চলবে না, পশ্চাৎপদতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সমাজকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে দিতেই হুমায়ুন আজাদের মতো সাহসী লেখকেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হলেও লিখে যান। তাঁরা এভাবে চিন্তা না করে পারেন না বলেই নিজেদের জীবনের কথা ভাবেন না।

বিচারপতি কেএম সোবহান বলেন, হুমায়ুন আজাদের ওপর আঘাত মানে হচ্ছে দেশ, সংবিধান ও আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত। আজ সারা দেশের মানুষ শঙ্কিত, কার ওপর কখন আঘাত আসবে তা কেউ জানে না। এর বিরুদ্ধে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেন, হুমায়ুন আজাদ আমাদের আগামী বিক্ষোভের প্রতীক ও পথিকৃৎ হয়ে উঠেছে। বাহান্ন, উনসত্তর, বিরশিতে আকস্মিকভাবেই বিক্ষোভের সময় মানুষের জানা থাকে না। হুমায়ুন আজাদের রক্ত হয়ত বিক্ষোভের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে।

প্রশিকার চেয়ারম্যান ড. কাজী ফারুক আহমদ বলেন, বক্তৃতা-বিবৃতি নয়, আজ আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই। মৌলবাদীদের মানুষ ভাবা যাবে না। কুকুর নিধন করা কোন অন্যায় নয়। তবে আমাদের প্রতিরোধ, প্রতিশোধের পথ হবে ভিন্ন। আজ হরতালের মাধ্যমে ঘরে মানুষকে আটকে না রেখে মানুষকে রাজপথে বেরিয়ে আসা ও অবস্থানের মতো কর্মসূচী দিতে হবে।

অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, আজ দেশে নিরস্ত্র মানুষের সঙ্গে সশস্ত্র খালেদা-নিজামীর সরকারের যুদ্ধ চলছে। তবে সহস্র নিরস্ত্র মানুষকে মারা যাবে না। তিনি বলেন, আপামর জনসাধারণ পথে নেমে এলে সরকারকে খালি হাতেই উচ্ছেদ করা কঠিন কিছু নয়।

অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, মুক্তচিন্তার সব মানুষই আজ শঙ্কিত, কখন প্রাণ দিতে হবে। আজ দেশ শুধু পিছনেই হাঁটছে না হত্যার আগেই চিহ্নিত করে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া হচ্ছে। তিনি সকল মত ও পথের মানুষকে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সৈয়দ শামসুল হক বলেন, হুমায়ুন আজাদ একদশক আগেই তাঁর কবিতার মাধ্যমে বলেছেন, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে চলে যাবে। আজ সে কথাই সত্য হয়েছে। হুমায়ুন কখনও রাজনৈতিক মঞ্চে যাননি, তিনি আদিম লেখকের মতো কলমের ওপর নির্ভর করেই সত্যকে খুঁজেছেন। তাঁর ওপর হামলার পর আজ আর বসে থাকার সময় নেই। রাজপথে নামতে হবে। দুঃশাসন ও দুঃসময়কে পাল্টে দিতে হবে।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, বাংলাদেশ যাদের মনঃপূত হয়নি, তারাই আজ এ দেশকে মিনি পাকিস্তান বানাতে চাচ্ছে। আজ বাংলাদেশকে আওয়ামী লীগ শূন্য, হিন্দুশূন্য এমনকি কমিউনিস্ট শূন্য করার পায়তারা শুরু হয়েছে। খোদ পার্লামেন্ট থেকেই হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের প্ররোচনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাঈদীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মামলা করা উচিত।

শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, হুমায়ুন আজাদের ওপর এই নৃশংস আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছে আমরা একাত্তরে ফিরে গেছি। পুরো দেশটাই আজ বধ্যভূমি হয়ে গেছে।

শিল্পী রফিকুন নবী বলেন, আজ মনে হচ্ছে একাত্তরের বিভীষিকা শুরু হয়েছে দেশে। আমরা স্বাধীন দেশে বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। অতএব প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।